Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১২ নভেম্বর, ২০১৯

৪২ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ১১ নভেম্বর, ২০১৯, সোমবার, ২৫ কার্তিক, ১৪২৬

জেলা জুড়ে শ্রদ্ধায় পালিত হলো নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ নভেম্বর : প্রতি বছরের মতো সিপিআই(এম)-র সমস্ত পার্টি দপ্তর, কৃষকসভা, খেতমজুর ও সিআইটিইউ সহ বিভিন্ন গণসংগঠন, শাখাস্তরে সর্বত্র লাল পতাকা উত্তোলন করে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যথাযথ মর্যাদায় নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী পালিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলায়। সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা দপ্তরে পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। নেতৃত্ব শহিদবেদীতে মাল্যদান করেন।

নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দুর্গাপুর ইস্পাতনগরীতেও পালিত হয় নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী। সকালে রক্তপতাকা উত্তোলিত হয় বি টি রণদিভে ভবন, চিত্তব্রত মজুমদার ভবন, তিলক রোডে ইউনিয়ন দপ্তরে। মূল অনুষ্ঠান হয় আশিস জব্বর ভবনে। পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের পশ্চিম বর্ধমান জেলা নেতা সন্তোষ দেবরায়।

মেমারি ১ পূর্ব পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসভায় নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন অভিজিৎ কোঙার। এই সভায় প্রাক্তন ব্যাঙ্ককর্মী নিমাই হাঁসদা মেমারি পূর্ব এরিয়া কমিটির তহবিলে কুড়ি হাজার টাকা দান করেন।

কালনা শহর এরিয়া কমিটি এবং কালনা ১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে জিউধারায় ও মালতিপুর মোড়ে দুটি সভা

—এরপর চারের পাতায়

মন্তেশ্বর-এ এন.আর.সি-র বিরুদ্ধে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ৪ নভেম্বর : সিপিআই(এম) মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে ১৯৫২ সাল থেকে নির্বাচক তালিকা প্রকাশ করা, পশ্চিমবঙ্গে এন.আর.সি চালু না করা, কৃষকের ফসলের লাভজনক দর-এর দাবি ও বাজেটে শিক্ষা-স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবিতে মূলগ্রামে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস চ্যাটার্জী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী। বক্তারা বলেন, লালঝাণ্ডা কোনো পুঁজিপতিদের

—এরপর চারের পাতায়

এন.আর.সি-র প্রতিবাদে লোকশিল্পীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ববর্ধমান, ৫ নভেম্বর : এন.আরসি-র বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে ধর্ম ও জাতের নামে ভাগ করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান জানাল পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ। ১৩ দফা দাবির সমর্থনে ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ পঞ্চম জেলা সম্মেলন সফল করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি প্রচার করার আহ্বান জানানো হয় কনভেনশন থেকে। এদিন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির উদ্যোগে জাহান্নগর পঞ্চায়েতের সুলন্টু ইটভাটা চত্বরে আদিবাসী লোক শিল্পীদের এক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন লোকশিল্পী সংঘের প্রবীণ শিল্পী সুকুমার রায়। বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সম্পাদক রহমান শেখ। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছে। এন.আর.সি-র প্রশ্নে তৃণমূল ও বিজেপি আঁতাত মানুষের মধ্যে স্পষ্ট আতঙ্ক

—এরপর চারের পাতায়

আদিবাসীর জমিতেও প্রমোটারের থাবা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ নভেম্বর : এক আদিবাসী পরিবারের জায়গার উপর নজর পড়ায় আগুনে পুড়ে খাক হয়ে গেল তার বাড়ি ঘর। আদিবাসী পরিবারটি এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে নিঃসহায়, নিঃসম্বল অবস্থায়। ঘটনাটি ঘটেছে ৫ নভেম্বর রাতে কালনা থানার কাঁকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নপাড়া গ্রামে। এই গ্রামের সুখী বাস্কে আজ কালনা মহকুমা শাসক সহ বিভিন্ন সরকারি আধিকারিককে লিখিত অভিযোগ জানান। তাতে তিনি লেখেন—তাঁর অবর্তমানে গতকাল রাত ১২টা নাগাদ তার ঘরে আগুন দেয় পাশের গ্রাম মুরাগাছার ইয়ারুল মণ্ডল ও তার লোকজন। কারণ ওই ব্যক্তি অনেকদিন ধরেই আমাদের জায়গাটি প্রোমোটিং করার জন্য চেষ্টা করছে। এমনকি আদালতে তা নিয়ে মামলাও চলছে। অভিযুক্ত ইয়ারুল মণ্ডল আগুন দেওয়ার কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ওই জায়গাটা নিয়ে ওর সঙ্গে মামলা চলছে। কালনা মহকুমা শাসক নীতীশ ঢালি বলেন—অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছি।

কবি-সাহিত্যিক নবনীতা দেব সেন-এর প্রয়াণে শোকাহত।

'নতুন চিঠি' পরিবার

পণ্ডিত তারানাথের জন্মদিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৪ নভেম্বর : ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতির ২০৭ তম জন্মোৎসব ৪ নভেম্বর পালিত হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। মহান পণ্ডিতের বাড়ি ছিল কালনায়। যাঁর টানে একদিন কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে বিদ্যাসাগর এসেছিলেন কালনায়। এই মহান পণ্ডিতের ২০৭তম জন্মদিবস পালিত হয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি জন্মোৎসব উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে। মূর্তিতে মালা দেন কালনা পৌরসভার পৌরপতি দেবপ্রসাদ বাগ, কালনা হাসপাতালের সুপার ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই, সাহিত্যিক তরুণ সেন প্রমুখ। এই মঞ্চ থেকে শিশুদের পাঠ্যপুস্তক ও পড়াশুনার সরঞ্জাম বিলি করা হয়।

বারবার নিম্নচাপে দিশেহারা চাষি, বাড়ছে ক্ষতির বহর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ নভেম্বর : এক মাসে তিনবার নিম্নচাপ। বারবার নিম্নচাপে দিশেহারা চাষি। এবার 'বুলবুল' সাইক্লোন পূর্ব বর্ধমানে তেমন প্রভাব না ফেললেও নিম্নচাপের বৃষ্টি পাকা ধানকে শুইয়ে দিয়েছে। কোথাও এখনও ফুলিয়ে যাওয়া ধান শুয়ে পড়েছে। মার খাবে ফলন। পূর্ব বর্ধমান জেলাতে এবার ৩ লক্ষ ৮০ হাজার হেক্টর জমিতে আমন চাষ হয়েছে। গত কালীপূজার সময় নিম্নচাপে আউশ ধানে ক্ষতি হয়। রায়নার কিছু জায়গায় খাস ধানের ক্ষতি হয়। এবার 'বুলবুল'-এর প্রভাবে কালনা, পূর্বস্থলী, মেমারি, কাটোয়া প্রভৃতি প্রত্যেক নীচু এলাকাতে ধান জলের তলায়। কৃষি দপ্তরের মতে সামগ্রিকভাবে তেমন ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। তবে আলুচাষ, পেঁয়াজ চাষ পিছিয়ে যাবে। সেইসঙ্গে শীতকালীন সবজি চাষে ক্ষতি হবে। ১০ নভেম্বর ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখতে জেলার উপ-কৃষি অধিকর্তা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষিঅধিকর্তা হাকিমুল কবির, পার্থ ঘোষ, শুভেন্দু মণ্ডল এবং ভাস্কর দত্ত সহ আধিকারিকরা কালনা-১, কালনা-২ প্রভৃতি এলাকা ধান জমি এবং পেঁয়াজের বীজতলা পরিদর্শন করেন। পরামর্শ দেন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ছবি তুলে বিমা কোম্পানিকে পাঠাতে এবং ছত্রাক জাতীয় রোগ ঠেকাতে জমিতে ব্রাইটক্স, ডাইথেন এম ৪৫ স্প্রে করার নির্দেশ দেন। এর মধ্যে যদি ঠাণ্ডা পড়ে তাহলে বাদামি শোষক আর বাড়বে না বলে আশা প্রকাশ করেন। যদিও কালনার চাষি কেরিমুল হক জানান বেশিরভাগ চাষির বিমা নেই। তাই ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আশা নেই বলে জানান আধিকারিকদের। কালনা মহকুমাতে সুখসাগর পেঁয়াজ চাষ হয় অনেকটাই। যা বাজারে চড়া দামকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে। এবার নিয়ে তিনবার নিম্নচাপে বীজতলা নষ্ট হয়েছে। পিছিয়ে যাচ্ছে পেঁয়াজ চাষ। বাড়ছে খরচের বহর। মেমারি, জামালপুরের চাষিরা আলু চাষের জন্য আউশ তুলে মাটি তৈরিতে প্রস্তুত ছিল। হঠাৎ নিম্নচাপে তাও পিছিয়ে গেল। মেমারির আলুচাষি অশোক ঘোষ জানান, গতবার আলুচাষে দাম না পাওয়ায় বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। যদিও এখন আলুর দাম ২০ টাকা কেজি। চাষিরা বিক্রি করেছে ৫ টাকা কেজি। আড়তদারদের পোয়া বারো। এবারও আলু চাষে শঙ্কায় তারা। পূর্বস্থলীতে শীতকালীন সবজি চাষে চারা নষ্ট হয়। এই নিয়ে দুবার ক্ষতির মুখে।

কৃষকসভার জেলা সম্পাদক ও সভাপতি সৈয়দ হোসেন এবং উদয় সরকার দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত কৃষককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দিশাহারা চাষির শেষপর্যন্ত কপাল পুড়বে না হাসি ফুটবে তা বলবে সময়।

বুলবুলে প্রাণ গেল চাষির

১০ নভেম্বর বুলবুলের দাপটে প্রাণ গেল কালনার এক কৃষকের। মৃত সুবাস মজুমদার (৬৫)-এর বাড়ি নাদনঘাট থানার বড় কোবলা গ্রামে। কালনা মহকুমা হাসপাতালে পরদিন মৃতদেহের ময়না তদন্ত করা হয়। বুলবুল-এর দাপট চলাকালীন সময়ে তিনি মাঠে ছিলেন। জমি দেখে বাড়ি ফেরার পথে একটি ৪৪০ ভোল্টের বৈদ্যুতিক তার তাঁর উপর ছিঁড়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে উদ্ধার করে শ্রীরামপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বাস দুর্ঘটনায় মৃত দুই আহত ৪৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ নভেম্বর : মর্মান্তিক এক বাস দুর্ঘটনায় ২জনের মৃত্যু এবং ৪৪ জন আহত হয়। এই ঘটনা ঘিরে দুই জায়গায় দীর্ঘক্ষণ ধরে সড়ক অবরোধ হওয়ায় জনজীবনে দারুণ প্রভাব পড়ে। ঘটনাটি ঘটে এদিন বেলা ১১টা নাগাদ কালনা-বর্ধমান সড়কের কালনা থানার কেষ্টপুর মোড়ে। অভিযোগ, কালনা-গুসকরা রুটের একটি যাত্রীবাহী বাস কালনা আসছিল। অপর দিক থেকে একটি বাইককে পুলিশ তাড়িয়ে নিয়ে আসছিল। কেষ্টপুর মোড়ে বাস ও বাইক মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুই বাইকের আরোহীর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়। মৃতরা হলেন শাহজাহান কারিগর (২২) এবং ফিরোজ মল্লিক

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১১ নভেম্বর, ২০১৯

মগজে ভরছে হিংসার বিষ

বাংলার মতো ভারতের উঠোনেও বারো মাসে তেরো পার্বণ। না চাইলেও ভারতবাসীর মনে প্রতিটি পার্বণের আঁচ লাগে। কিন্তু যখন কোনো একটি উৎসব বিশেষ মাত্রায় কলরব তোলে, তখনই বৈচিত্র্যের এই দেশে সমস্যা তৈরি হয়। সম্প্রতি সেই রকমই ঘটনা ঘটে চলেছে। মানুষের মধ্যে যেমন ভালো খারাপের মিশেল আছে, প্রতিটি উৎসবের মধ্যেও আছে সেই রকম কিছু কিছু উপাদান। কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য এই সব প্রাচীন রিপুর জালে জড়িয়ে আছে মানুষের জীবন। সামান্য বিশ্বাসের আড়ালে হিংস্রতার মূল প্রবৃত্তি নিত্য প্রবাহিত অভ্যন্তরীণ রক্তপ্রবাহে-মজ্জায়। উৎসবের কলরবের মধ্যেও তার প্রকাশ ঘটে, কিন্তু তা ঢাকা পড়ে যায় ধর্মের নামাবলীতে। একবিংশ শতকে আমাদের দেশ অনেক অনেক উন্নতি করেছে। মহাকাশ যান নামিয়েছে চাঁদে চড়কা কাটা বুড়ির দেশে।

সেই ভারত সেই দেশ, সেখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐতিহ্যের ঐক্যকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে। দেশে যেন আর কোনো সমস্যাই নেই। আমরা এত সভ্য যে ভুলে যাই আলতামিরার গুহাবাসী আদিম মানুষের কাছে সব থেকে প্রয়োজনীয় ছিল খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান। তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের কোনো স্থান ছিল না। তাদের বিশ্বাসে দূষণ আনতে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম বা প্রথার বাঁধন ছিল না। আত্মবিস্মৃত ক্রোধ ছিল না, ছিল না ক্ষমতা এবং সম্পদের মালিকানার দ্বন্দ্ব। তাই আদিম সাম্যবাদী সেই সমাজের মানুষ তার শৈল্পিক ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে সুন্দর বাইসন এঁকেছিল। ধর্ম এসেছে অনেক পরে। মানুষের প্রাত্যহিক বেঁচে থাকার প্রযুক্তিগত ভাবনায় তার মনে বিশ্বাস থাবা বসিয়েছে। সম্পদের জন্য কাড়াকাড়ি মালিকানার জন্ম দিয়েছে। মানুষ হিংস্র হয়ে উঠছে। তারই নির্দশন থরে থরে সাজানো আমাদের সমাজের চারপাশে। তাকেই আরো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করে গড়ে তোলার কাজ চলছে এই দেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানায়। মগজে ভরছে হিংসার বিষ।

১৯ বছরেও স্কুল যাওয়ার রাস্তা তৈরি হয়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১০ নভেম্বর : মেমারি-১ ব্লকের দলুইবাজার ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুলুপুকুর শিক্ষাকেন্দ্র ২০০০ সালে তৈরি হয়েছিল চুয়াডাঙ্গা ও কুলুপুকুরের আদিবাসী ও তপশিলি আদিবাসী বাচ্চারাই এখানে পড়ুয়া। স্থানীয় একজনের দান করা জমিতে তৈরি হয়েছিল শিশুশিক্ষা কেন্দ্রটি। ৩ জন শিক্ষক ও ৪৪ জন ছাত্র-ছাত্রী কিন্তু ১৯ বছর পার হওয়ার পরও স্কুলে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই, ফলে স্থানীয় মানুষদের ক্ষোভ। ছোট ছোট শিশুরা ৩৫০ মিটার পথ মাঠের মাঝ দিয়ে জমির সরু আল-এর উপর দিয়ে যায়। জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে জীবনের ঝুঁকি সাপের ভয়। বর্ষায় অবস্থা আরও খারাপ হয়। বাচ্চাদের স্কুলে পাঠিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন অভিভাবকরা। এই সমস্যায় পড়তে হয় সিক্ষকদেরও।

সমস্ত ঘটনা স্থানীয় পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানিয়েও কোনো ফল হয়নি। তাই ঢালাই করে বা মোরাম দিয়ে স্কুল থেকে মূল রাস্তা পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরি করে দিলে বাচ্চাদের সুবিধা হবে। জেলা প্রশাসনকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁরা।

এক ডজন প্রশ্ন

১. কে কবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ দুটি তুলে দেন? নেতাজি দ্বীপদুটির কী নাম দেন?
২. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত কবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?
৩. জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালি কবে জন্মান? তাঁর গণনামতো কোন কোন সালে হ্যালির ধূমকেতু আকাশে দেখা যায়?
৪. কবে গান্ধিকে নাথুরাম গড়সে খুন করেন? কবে তা তিনি স্বীকার করেন? কবে ফাঁসি হয়?
৫. কবে ভারতের ৫০০ টাকা এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিল ঘোষিত হয়েছিল?
৬. প্রখ্যাত কবি মহম্মদ ইকবাল কবে কোন পরিবারে জন্মান? কবে মৃত্যু হয়?
৭. জার্মানির দুই দেশ (পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি)-র ব্রান্দেনবুর্গ গেট কবে খুলে দিয়ে পাঁচিল ভেঙে দুই দেশ এক হয়েছিল?
৮. ভারত কবে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছিল?
৯. প্রখ্যাত অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন কবে বর্ধমানের আউশগ্রামে শ্যুটিং করতে আসেন?
১০. প্রতাপগড় দুর্গে শিবাজী অনুচর কবে আফজল খাঁকে হত্যা করেন?
১১. কবে মে দিবসের আন্দোলনের প্রথম সারির ৪জন নেতাকে ফাঁসি দেওয়া হয়?
১২. মে দিবস আন্দোলনের ৪ শহিদ শ্রমিক নেতা কে কে ছিলেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

দক্ষিণ দামোদরের স্বাধীনতা সংগ্রামী : পাঁচু গুহ

রীনা মিত্র

(পর্ব-৮)

কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্র বর্ধমান জেলা। এই শক্তিশালী কেন্দ্রকে অধিকমাত্রায় শক্তিশালী করতে দক্ষিণ দামোদর তথা রায়নার ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চকদিঘির জমিদারদের জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বর্ধমানের কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যখন রায়নার আমদপুরের কৃষকগণ সংগ্রাম করছেন, আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, সে সময় বীরভূমের প্রদ্যোৎ মণ্ডল সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। কাজকর্ম করার সময়ে অতি অল্প সময়ে তিনি পরিচিত হন অভিন্নহৃদয় বন্ধু ডাঃ গঙ্গানারায়ণ হালদার ও পাঁচু গুহ-র সঙ্গে। গঙ্গানারায়ণ হালদার সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে 'দক্ষিণ দামোদরের স্বাধীনতা সংগ্রামী : পর্ব-৫'-এ আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী পাঁচু গুহ ও তাঁর বৈপ্লবিক কার্যকলাপের ভূমিকা সম্পর্কে বর্তমানে আলোকপাত করছি।

রায়নার তাজপুর গ্রামে ১৯০৬ সালে ৩০ জানুয়ারি পাঁচু গুহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদি বাস শাঁকটিয়া গ্রাম। পিতা মহানন্দ গুহ ও মাতা সুশীলা গুহর তিন সন্তানের মধ্যে পাঁচু গুহ ছিলেন জ্যেষ্ঠ সন্তান। পাঁচুর বয়স যখন মাত্র ৬/৭ তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়।

পাঁচু গুহ রায়না হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন এবং বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজে আই.এস.সি-তে ভর্তি হন। লেখাপড়া শেষ না করেই তিনি অসহযোগ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। সেটা ছিল ১৯৩০ সাল। পাঁচুর বয়স মাত্র ২৪ বৎসর। ১৯৩১ সালে বর্ধমান জেলায় কৃষক সমিতি গঠিত হয়। ১৯৩৩ সালে বর্ধমান জেলার কৃষক সমিতির প্রথম সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের পর রায়না থানায় কৃষক সমিতি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই সম্মেলনের পর রায়না থানায় কৃষক সমিতি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৪২-এ পার্টির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যখন 'সেল' গঠন করা হয় তখন পাঁচু গুহ, গঙ্গানারায়ণ হালদার ও কালীপদ মণ্ডল 'সেল' সদস্য হন। চকদিঘির সিংহরায়েরা বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য কৃষকদের বিরুদ্ধে মামলা করে। মামলার রায়ে কৃষকদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এমনকি গরু মোষ পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়। গরু মোষ খোঁয়াড়ে দেওয়া হলে কৃষক সমিতি আন্দোলনে নামে। দাবি তোলা হয় বাকি খাজনা মুকুব করা হোক। গরু মোষ ছেড়ে দেওয়া হোক। অবশেষে চাপে পড়ে গরু মোষ ছেড়ে দেওয়া হয়। এই আন্দোলনে পাঁচু গুহ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় দক্ষিণদামোদর ছিল বন্যাপ্লাবিত এলাকা। বন্যা প্রতিরোধ করার জন্য নতুন মোহনপুরের নিকট নাগড়ার হানা বাঁধার জন্য পাঁচু গুহ এলাকার মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে হানা বাঁধার আন্দোলন করেন এবং সমস্তরকম প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে হানা বাঁধা হয়।

দক্ষিণ দামোদরকে বলা হতো বিপ্লবের লালদুর্গ। এখানে আত্মগোপন করে থাকতেন পার্টিকর্মীরা। রায়নগরে তরুণ সংঘ পাঠাগারে পার্টিকর্মীদের লুকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে পাঁচু গুহ, কালীপদ মণ্ডল বিশেষ ভূমিকা নিতেন। হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিনয় চৌধুরী, শাহেদুল্লাহ, বিপদবরণ রায় প্রমুখ পার্টিকর্মীদের লুকিয়ে রাখা ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পাঁচু গুহ ও গঙ্গানারায়ণ হালদারের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মাদানগরের রামরঞ্জন দাঁ-এর নারানদিঘি নামে একটি পুকুর ছিল রসুইখণ্ডে। চাষিদের ফসল জল অভাবে মরে যাচ্ছে। ওই পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল থাকা সত্ত্বেও এক ফোঁটা জলও দেওয়া হয়নি। পাঁচু গুহর নেতৃত্বে কৃষক সমিতি আন্দোলনে নামে। আন্দোলনের চাপে উক্ত পুকুর থেকে জল দিতে বাধ্য হয় পুকুর মালিক। ফসল বাঁচে।

১৯৪২-এ কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এই পর্যায়ে বন্দি, মুক্তি আন্দোলন, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। গ্রামে গ্রামে প্রতিবাদসভা করা হয়।

১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হলো বটে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি তখনও বে-আইনি। তবে পার্টির সর্বত্র আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। যাদের বেশি ধান থাকতো তাদের কাছ থেকে ধান আদায় করে ধর্মগোলায় জমা রাখা হতো। তার থেকে অভাবী মানুষদের বিলি করা হতো। মাদাননগরের এক জোতদারের পনেরোশো বস্তা ধান মজুত ছিল। কিন্তু তিনি ওই ধান দেননি। ফলে ধান আন্দোলনে নামে পাঁচু গুহ তাঁর

সঙ্গী ও কর্মীদের নিয়ে। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য পুলিশ পাঁচু গুহ, গঙ্গানারায়ণ হালদার ও কুশধ্বজ পুঁইলেকে কোমরে দড়ি বেঁধে গ্রামে ঘুরিয়েছিল।

ইতিমধ্যে শুরু হয় তেভাগা আন্দোলন। আন্দোলনের মূল কথা ছিল "লাঙ্গল যার জমি তার; জোতদার, মজুতদার হুঁশিয়ার। তেভাগা চালু করো, নিজে খামারে ধান তোল।" এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পাঁচু গুহ, বিপদবরণ রায় ও গঙ্গানারায়ণ হালদার। গ্রামে গ্রামে বৈঠক করে প্রচুর সক্রিয় কর্মী ও সমর্থক তৈরি করেছিলেন পাঁচু গুহ। ১৯৪৯-এর ডিসেম্বর মাসে রায়নায় পার্টিকর্মীদের আত্মগোপনকে কেন্দ্র করে পুলিশ গ্রামে গ্রামে ব্যারিকেড করে। পুলিশের দালালের সহায়তায় বিপদবরণ রায় ধরা পড়েন। তাঁকে পুলিশের কবল থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করায় মাঝপুরের যুগল মালিককে পুলিশ হত্যা করে। একই কারণে সন্তোষ রায়কে পুলিশ আহত করে। অনেক চেষ্টা করেও ডাঃ গঙ্গানারায়ণ হালদার সন্তোষকে বাঁচাতে পারেননি। পুলিশ মাঝপুর গ্রাম ঘিরে ফেলে এবং মৃতদেহদুটি বর্ধমানে পাঠিয়ে দেয়। মাঝপুর গ্রামের উপর পুলিশ নির্যাতন চালায়। পাঁচু গুহ ও ডাঃ হালদার শত চেষ্টা করেও সন্তোষ ও যুগলের লাশ ফেরত আনতে পারেননি।

১৯৫২, ১৯৫৭ এবং ১৯৬২-তে বিধানসভার নির্বাচনগুলিতে পাঁচু গুহ জেলা নেতৃত্ব হিসেবে যোগ্যতার সঙ্গে নির্বাচন পরিচালনা করেন। অবশ্য এই নির্বাচনগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি কোনও প্রার্থী দেয়নি; অন্য বামপন্থী দলগুলিকে সমর্থন করেছিল।

১৯৬৪-তে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এই দুভাগে বিভক্ত হয়। পাঁচু গুহ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-তে জন্মলগ্ন থেকেই থাকেন। এরপর তিনি পূর্ণ উদ্যোগে রায়নার বিভিন্ন এলাকায় পার্টি গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁর নেতৃত্বে রায়নার পার্টি সংগঠনগুলি সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। ১৯৬৮-তে পলাশন অঞ্চলের বাঁশা গ্রামে কৃষকসভার ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচু গুহ সম্মেলন পরিচালনা করেন এবং কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করেন। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেশিরভাগ অঞ্চলে কৃষকসভার কমিটি গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে বিভিন্ন গণসংগঠন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কমিটি পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা ঠিক করতেন পাঁচু। পার্টি তাঁকে সমর্থন করতো। দায়িত্ব বন্টন করার ক্ষেত্রে লোক চিনতে তাঁর ভুল হতো না। তিনি ছিলেন দলমতের ঊর্ধ্বে। তিনি ছিলেন কিং মেকার; কোনোদিনই কিং হবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। জনগণের স্বার্থে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই তাঁর সুখ। যুক্তফ্রন্টের কৌশল রপ্ত করে তা প্রয়োগ করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন।

১৯৬৭-তে বিধানসভা নির্বাচনে রায়না থানার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতা কমরেড গোকুলানন্দ রায়কে প্রার্থী করা হয়। তিনি ভোটে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। রায়নায় সিপিআই(এম)-এর ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৮তে কেন্দ্র সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেয়। ১৯৬৯ তে ঘোষণা করা হয় মধ্যবর্তী নির্বাচন। পার্টি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় রায়না থানায় তৃতীয় স্থান থেকে প্রথম স্থান উত্তরণে একমাত্র যোগ্য প্রার্থী পাঁচু গুহ। কিন্তু পাঁচু গুহ প্রার্থী হতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত নেতৃত্বের নির্দেশে রায়নায় কংগ্রেস প্রার্থী দাশরথি তা-এর বিপক্ষে পাঁচু গুহ প্রার্থী হন। দাশরথি তাকে পরাজিত করে পাঁচু গুহ রায়না বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচিত হন। তাঁর শরীর তখন বেশ ভালো নয়। কিন্তু দায়িত্ব পালনে তাঁর কোনো ঘাটতি ছিল না।

শুধু বিধায়ক হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেও পাঁচু গুহ ছিলেন মহান। গরিব দুঃখী মানুষের উপর শোষণ ও বঞ্চনা তাঁকে ব্যথিত করতো। খেটে খাওয়া মানুষের জন্য, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য পাঁচু গুহ নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন। গরিব-দুঃখী মানুষদের সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করতেন। উৎসব অনুষ্ঠানে সকলের বাড়ি যেতেন। রোগাক্রান্ত মানুষদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, এমনকি দুঃস্থ মানুষদের ঔষধপত্রের ব্যবস্থাও পাঁচু গুহ করতেন। কার বাড়িতে রান্না নিমিত্ত চাল নাই, কার ঘরের চালে খড় নাই, এইসব দিকে তাঁর নজর ছিল। সাধ্যমতো সব সমস্যার সমাধানে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করতেন।

দক্ষিণ দামোদরের নতু অঞ্চল থেকে বড়বৈনান, গোতান সব অঞ্চলে পাঁচু গুহ একটি ভাঙা সাইকেল নিয়ে ঘুরে ঘুরে সংগঠনের কাজ করেছেন, সংগঠনকে মজবুত করেছেন।

বিধায়ক হবার পর তাঁর অসুস্থতা বাড়ে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পাঁচু গুহ ১৯৬৯ সালের ২৪ জুলাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পৃথিবীতে দু'ধরনের মানুষ থাকেন। একদল শুধুই মানুষ। অন্যদল অতিমানব যাঁরা সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, মানবতার জন্য নিজের জীবন সমর্পণ করেন। পাঁচু গুহ দ্বিতীয় দলের মানুষ। তাই তিনি মরেও মরেননি। পাঁচু গুহরা মরেন না। তাঁরা বেঁচে থাকেন স্মৃতিতে, মানুষের মুখে মুখে, কলমের আঁচড়ে কাগজের ছাপা অক্ষরে।

তথ্যঋণ :

১) স্মৃতি তর্পণ / শক্তিপদ ঘোষ
২) বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ/সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্।

আর খেতমজুরদের জন্য

তপোময় ঘোষ

যাদের অন্য কোনরকম ন্যূনতম সুযোগ আছে তারা দ্রুত অন্য কোনো পেশায় গিয়ে বাঁচছে। বাকি থাকছে সেই এলাকার কয়েকজন খেতমজুর। সমাজ-অর্থনীতির ভাষায় যাদের নাম কৃষি শ্রমিক। সেই তারাই এখন দেশের অর্থনীতির যন্ত্রণাগ্রস্ত মেরুদণ্ড কৃষি-ব্যবস্থাটাকে টিকিয়ে রেখেছে। এই ভূমিহীন খেতমজুরের সংখ্যা এখন সারাদেশে ১৪ কোটি ৪৩ লক্ষ। এই হিসাব ২০১১ সালের জনগণনার। সংখ্যাটা ২০০১ সালে ছিল ১০ কোটি ৬৭ লক্ষ। তার মানে দশ বছরে প্রায় চার কোটি বেড়েছে।

কেন বেড়েছে? না, কিছুদিন আগে পর্যন্ত গ্রামের সাধারণ মধ্যবিত্ত, বা নিম্নবিত্তরা, যাদের নিজের দু'চার বিঘে জমি ছিল, তারা সে জমিটুকু নিজের হাতে চাষ করতেন। কিন্তু ক্রমবর্ধমান কৃষি সংকটের কারণে কৃষির আয়ে আর তাদের সংসার চলছিল না। বাধ্য হয়েই তারা অ-কৃষি কর্মে নিজেদের নিয়োজিত করতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের জমিগুলোকেও এখন চষে তুলতে হয় একদল ভূমিহীন খেতমজুরদেরকে।

ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে, যাদের গতর ছাড়া আর কিছুই নাই, তারাই থেকে গেল জমিতে, মানে কৃষিতে। কিন্তু মজার কথা হলো, জমিতে কর্মরত থাকলেও তার তো আর নিজের জমি নেই। অর্থাৎ নজরুলের সেই 'ফরিয়াদ' কবিতার লাইনই আজও সত্যি যে 'সন্তান সম পালে যারা জমি, তারা জমিদার নয়।'

আর কাগজে কলমে জমির মালিকানা নেই বলে এখনকার সব 'কৃষিদরদী' সরকারগুলোর বিপুল বদান্যতার সুযোগ এরা গ্রহণ করতে পারছেন না। উদাহরণ সংবাদে প্রকাশ, আমাদের রাজ্যের ৭৩ লক্ষ কৃষককে 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পের সুযোগ দেওয়ার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছিল, কিন্তু আবেদন করতে পেরেছেন মাত্র ৩৮ লক্ষ কৃষক। এই ৩৮ লক্ষ কারা? এই ভূমিহীন কৃষক-খেতমজুররাই। এরা কৃষক হলেও কোনো জমির মালিকানার প্রমাণপত্র নেই।

শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের কেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যে বছরে ৬০০০ টাকা আয় বৃদ্ধির সাহায্য দেওয়ার প্রকল্প 'কিসান সম্মান নিধি' তাতেও জমির মালিকানা থাকতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত সারা দেশের এলাকার অংশের প্রকৃত কৃষকদের এই মালিকানা প্রমাণ করার মতো ন্যূনতম কোনো কাগজপত্র নেই।

এই যে দেশ জুড়ে আমন রোয়ার মরশুমের কাজ শেষ হয়েছে, কেমন কাজ পেয়েছেন আমাদের চারপাশের ভড়ংবিহীন মানুষগুলো? আগের তুলনায় খুবই কম। কেননা যন্ত্র এসে তার কাজ কেড়ে নিয়েছে। যেমন ধরুন আমাদের গাঁয়ে একসময় অন্তত ২০০ জোড়া হাল-বলদ-মোষ ছিল। এই কিসানরা সেগুলো ডাকাতেন প্রায় ২ মাস ধরে। আর আজ মাত্র ২০টি ট্রাক্টরেই ১০ দিনে সব জমি চাষ হয়ে যাচ্ছে।

নিড়ানের ব্যাপক কাজ কমিয়েছে আগাছানাশক বা হার্বিসাইড। ভাবছেন কাটার সময় কাজ পাবে এরা? না, তখন তো মাঠে নামবে দানবের মতো 'কম্বাইন হার্ভেস্টার'। কাস্তেয় কেটে হাতে আঁটি বেঁধে খামারে বয়ে নিয়ে গিয়ে ঝরাতে বিঘা প্রতি যে ১৫-১৬ জন মজুরের দরকার হতো, তা ওই কৃষিযন্ত্রে মাত্র ১০ মিনিটেই করে দিতে পারছে। কেড়ে নিচ্ছে হাজার হাজার খেতমজুরের হাতের কাজ, মুখের গ্রাস। বিজ্ঞান তাই এদের কাছে অভিশাপ!

কৃষিকে লাভজনক করতে ওপরতলার কৃষকরা যত উপায় উদ্ভাবন করেছেন, এলাকার এই মানুষগুলো ততই নিষ্পেষিত হচ্ছেন। খাদ্য-খাদকের পৃথিবীর এটাই নিয়ম। তাই এখন এদের মজুরি আমাদের এলাকায় এই আমনের তুঙ্গ মুহূর্তেও তা ২৫০-৩০০ টাকা। তারপর 'কাজহীন ভাদর'-এ তা নেমে ১৫০-২০০তে দাঁড়াবে। কোথায় যাবে এরা।

এদের জন্য অবশ্য সরকারের অনেক প্রকল্প লাগু আছে। তবে তা নামে মাত্র। একজন প্রবীণ অকর্মণ্য খেতমজুর ভাতা পান মাসে মাত্র ৪০০ টাকা। তাও সবাই নন। মাত্রই ক'জনা। আমাদের গাঁয়ে ২০০৮ সালের সমীক্ষায় যাদের বয়স ৬০ বছরের উর্ধ্বে ছিল, তারাই পান। এদের মধ্যে অনেকে মারা গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ১১ বছরে যারা ৬০ অতিক্রম করেছেন, তারা কেউ আর ওই ৪০০ টাকার মাসিক ভাতাটুকুও পান না।

অথচ এখনও অর্থনীতিবিদরা বলেন, ভারতের 'জাতীয় আয়'-এ কৃষির গুরুত্ব ক্রমহ্রাসমান হলেও, কৃষিই আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। কারণ প্রায় ৭০ শতাংশ গ্রামীণ মানুষের জীবনজীবিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই কৃষি-নির্ভর। আর এই কৃষি নির্ভর করছে খেতমজুরদের ওপরে। দেশের কৃষক আন্দোলনগুলো কৃষকদের সঙ্গে এদের জন্যও দাবি তোলে। গত বছর মুম্বাই এবং দিল্লিতে কৃষক লং-মার্চ পৌঁছেছিল। ভাবা হয়েছিল ১৭তম লোকসভা নির্বাচনের আসরে কৃষি সমস্যা একটা বিষয় হবে। দুর্ভাগ্যবশত তা হয়নি। কোথা থেকে পুলওয়ামা, বালাকোট, সীমান্ত, পাকিস্তান, দেশপ্রেম এসব এসে নির্বাচন করে নিয়ে চলে গেছে, থেকে গেছে অকৃত্রিম এই মাটির মানুষগুলো।

না, এবছরের বাজেটেও এদের জন্য কোনো বড় এবং ভালো বরাদ্দ নেই। অবশ্য নিন্দুকেরা বলছেন, 'নেই কেন, আছে! ওই যে 'জিরো বাজেট কৃষি' ওটাই তো এদের জন্য। অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, রাসায়নিক সার, বিষ, যন্ত্র ছাড়া চাষ করলে খরচ কমবে, পরম্পরাগত 'জৈব কৃষি'তে। আর জৈব কৃষি মানেই তো শ্রমনির্ভর। ওই যে গোবর গোলো, নিমপাতা যোগাড় করে আনো হলুদ গুঁড়ো করো, লঙ্কা ছেঁচো.... কত্তো কাজ...। সব করতে পারে আমাদের আদরের ওই খেতমজুররা। সবকা সাথ সবকা বিকাশ এবং বিশ্বাসও থাক।

প্রতীক্ষা

মুম্বাই পর্ব-১৬

শিবানন্দ পাল

দুমাস শেষ হতে চললো পেশেন্ট সেই এক অবস্থায় আছে। প্রতিদিন মানসিক চাপ বাড়ছে। হাসপাতালে ওপিডি আর কেমো এই নিয়ে সময় কাটে। কাল ওপিডি আছে। ডাক্তার পেশেন্টের একটা রক্ত পরীক্ষা দিয়েছে। সেটা কালকেও করা যেত। চারপাঁচ ঘন্টায় এরা রিপোর্ট দিয়ে দেয়। কথা বলে এসেছিলাম আজ ওই পরীক্ষা করানো যাবে কিনা! করানো যাবে বলেছে। সেজন্য পেশেন্টকে সকালে হাসপাতালে নিয়ে এলাম। মুম্বাইয়ে কয়েক দিন ধরেই ভীষণ বৃষ্টি চলছে। রাস্তা ঘাট রেলপথ ডুবে গেছে। বিপর্যস্ত জীবন। রেলপথে অনেক ট্রেন মাঝপথে আটকে পড়েছে। যাত্রীদের উদ্ধারে কয়েক জায়গায় সেনাবাহিনী ও প্রশাসনকে নামতে হয়েছে। বেশ কিছু ফ্লাইট বাতিল অথবা ঘুরপথে চালানো হচ্ছে। এবার আমাদের ফিরে যাওয়া মানসিক দিক দিয়ে চূড়ান্ত। এখন ডাক্তার কীভাবে প্রটোকল দেয় সেজন্য প্রস্তুত আছি। আজ পেশেন্ট নিজের মুখে স্বীকার করলো যে এখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থায় ওর ৩০% উন্নতি হয়েছে। অবাক লাগছে যে এই উপলব্ধি হতে এত দেরি। আর কয়েকটি দিন যদি ধৈর্য ধরে এখানকার চিকিৎসা নিতে পারতো সব থেকে ভালো হতো ওরই।

সে যাক! ওই ভাবনায় মনকে ভারাক্রান্ত করে আর লাভ নেই। এখন সামনের দিনগুলো ভালোভাবে কাটাতে পারলে ভালো হয়। সারাদিন বৃষ্টি বৃষ্টি আর বৃষ্টি। গতকাল পড়শু আমরা মুড়ি চিঁড়ে খেয়েই কাটিয়েছি বলতে গেলে। বাইরে যেটুকু না গেলে নয়, সেটুকুই গিয়েছি। হাসপাতালের কাছাকাছি চলে আসাটা যে কত উপকারে লেগেছে এখন সবাই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছি।

হাসপাতালে বোন এন্ড সফট টিস্যু বিভাগে ৯৩ রুমে ফাইল জমা দিতে এলাম। প্রায় ৯টা বেজে গিয়েছে। সকাল থেকে বৃষ্টি চলছে। চা জলখাবার খেয়ে টিপটিপ বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বেরিয়ে এলাম। ইতিমধ্যে অনেক পেশেন্ট ভিজে ভিজেই হাসপাতালে হাজির হয়েছে। বোন এন্ড সফট টিস্যু বিভাগের আন্ডারে আরো ছ-সাতটা ঘর রয়েছে। যেখানে ডাক্তাররা পেশেন্ট দেখে থাকেন। আমাদের রুম নং ৪৬। ডাক্তার গুঞ্জেস সাধারণত দশটায় আসেন। ডাক্তার জ্যোতি বাজপেয়ী এই বিভাগে আসেন আরো দেরিতে।

আমরা বসেই ছিলাম। একে একে আরো পেশেন্টের ফাইল জমা হচ্ছে। ডাক পড়ছে। করিডোরে দু পাশে ভর্তি পেশেন্ট আর পেশেন্টের লোকজনদের। এত শিশু পেশেন্ট হাজির যে কী বলবো। সবাই বসার জায়গা পায় না। দেওয়ালে নোটিশ লটকানো আছে পেশেন্টদের বসতে অগ্রাধিকার দিন। কিন্তু দেওয়ারও সমস্যা আছে। কত ঘন্টা যে অপেক্ষা করতে হবে তার কোনো ঠিক নেই।

আমাদের চমক ভাঙলো চিকিৎসাকর্মীর ডাকে। ডাক পড়েছে। ঘড়িতে মাত্র সাড়ে দশটা বাজে, ছুটে গেলাম। ফাইল হাতে ধরিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় কর্মীটি আমাদের অপেক্ষা করতে বললেন। ডাক্তার ভিতরে অন্য পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলছেন। মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করার পর সুযোগ পেলাম।

নমস্কার বিনিময় করে জানালাম, পঁচিশ তারিখ আপনার সঙ্গে কথামতো আমাদের পেশেন্টের ইঞ্জেকশন পর্ব শেষ হয়েছে। পরের দিন পেশেন্টকে কাউন্সিলিংয়ে হাজির করা হয়েছে।

—তাতে কোনো উপকার হয়েছে? ডাক্তারের প্রশ্ন।

বললাম, যথেষ্ট উপকার হয়েছে বলে বুঝতে পারছি। গতকাল ব্লাড টেস্ট যা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা করানো হয়েছে। আপনার সঙ্গে কথামতো আমাদের কালকে ফিরে যাওয়ার টিকিট হয়েছে। আপনি আমাদের পরবর্তী চিকিৎসার প্রটোকল বা ফরোয়ার্ড কোথায় করবেন সেটা ঠিক করে দিন। আমাদের যদি কোনও মেডিসিন নেবার থাকে অনলাইন করতে পারেন। ফিরে যাবার জন্য পেশেন্টকে ফ্লাইটের জন্য ফিট সার্টিফিকেট বা রিজার্ভেশনের জন্য যে সমস্ত সুযোগ পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করে যদি দেন খুব ভালো হয়।

ডাক্তার মুঙ্গেশ অনলাইনে সমস্ত রিপোর্ট দেখে এবং আমাদের কথা শুনে ডাক্তার জ্যোতি বাজপেয়ীর জন্য অপেক্ষা করতে বললেন। বললেন, ম্যাডাম আধঘন্টার মধ্যে এসে যাবেন। ওনার সাথে কথা বলে সব করে দিচ্ছি। আমরা কিছু কেমো বা ইঞ্জেকশন দিতে পারি, কথা বলে নিচ্ছি। পেশেন্ট কোথায়?

বললাম, কাছেই রয়েছে। হোমি ভাবাতে চা খাচ্ছে। যদি বলেন তো নিয়ে আসি। বললেন, ম্যাডাম আসুক।

খুশি মনে ওপিডি-র বাইরে এলাম। ডাক্তার গুঞ্জেস আজ অনেক কথা বললেন। আমরা বললাম, এখানেই চিকিৎসা করাবো। শুধু মাসখানেকের বিরতি চাইছি। এরমধ্যে কলকাতার টাটা মেমোরিয়াল বা যেখানে বলবেন সাধ্যমতো পেশেন্টের চিকিৎসা করানো হবে।

জানলাম ডাক্তার গুঞ্জেস ধানবাদের ছেলে। সেখানেই পড়াশোনা করেছেন। এমবিবিএস সেখান থেকেই করেছেন। রানীগঞ্জ শহরকে ভালো রকম চেনেন। বললাম, আমার চাকরির জীবন রানীগঞ্জেই কেটেছে। চৌত্রিশ বছর সেখানে সার্ভিস করেছি। অপেক্ষা করার জন্য আমরা বাইরে এলাম। এক একজন পেশেন্টের জন্য ডাক্তার গুঞ্জেসকে নূন্যতম কুড়ি পঁচিশ মিনিট করে সময় দিতে হয়। এখন আমাদের বড়ো ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই প্রতীক্ষার শেষ কবে হবে কে জানে!

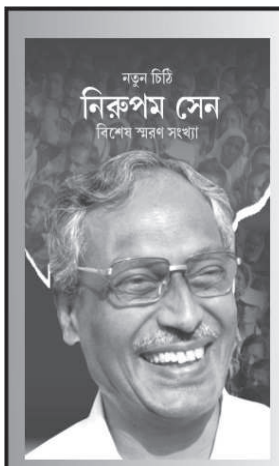

পাওয়া যাচ্ছে

নতুন চিঠি

নিরুপম সেন

বিশেষ স্মরণ সংখ্যা

লিখেছেন

সীতারাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাত, সূর্যকান্ত মিশ্র, মদন ঘোষ, ভি. কে রামচন্দ্রন, অরিন্দম কোঙার, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, আভাস রায়চৌধুরী, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, রথীন রায়, চন্দ্রাবলী সেন, অর্ধেন্দু সেন, সলিল ভট্টাচার্য, সুকান্ত কোঙার,জীবন চক্রবর্তী, সেখ সাইদুল হক, গৌতম চ্যাটার্জী, অলোক চ্যাটার্জী, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার মজুমদার, অরুণ মজুমদার, গীষ্পতি চক্রবর্তী, গৌরহরি দত্ত, বিলাস চ্যাটার্জী প্রমুখ। রয়েছে প্রয়াত নিরুপম সেন-এর দুটি লেখা ও দুটি সাক্ষাৎকারের পুনর্মুদ্রণ ও একটি অপ্রকাশিত লেখা 'ফিরে দেখা'।

মৃদুল সেন প্রণীত

স্মৃতির সরণী বেয়ে

প্রকাশিত হয়েছে।

রয়েছে :

চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের শহিদ অপূর্ব সেন প্রসঙ্গে অজানা কথা।
নেতা ও মানুষ প্রমোদ দাশগুপ্তের নানান দিক নিয়ে লেখকের সন্ধানী দৃষ্টিতে স্মৃতিচারণ
জরুরী অবস্থাকালীন দীর্ঘ ১৭ মাস প্রেসিডেন্সি জেলের কারান্তরালে লেখকের অভিজ্ঞতা ও নানান প্রসঙ্গ

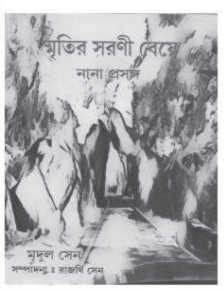

পর্যালোচনা করেছেন—

অধ্যাপক শুভঙ্কর চক্রবর্তী

প্রকাশক

বইচিত্র

বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, ব্লক নং ৬, স্টল নং ১৩ এ, কলকাতা-৭০০ ৭৩

পাওয়া যাচ্ছে

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি.
কলকাতা ও বর্ধমান শাখায়
এছাড়াও নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তর
৬২ বি.সি. রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমান-১

যুবদের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ নভেম্বর : ডি.ওয়াই.এফ আই-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে কালনার জিউধারায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ডি.ওয়াইএফআই-এর কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই শিবিরে ৫জন যুবতী সহ ২৮ জন রক্তদান করেন। শিবিরের উদ্বোধন করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক অয়নাংশু সরকার।

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী

—প্রথম পাতার পর

হয়। জিউধারার সভায় বক্তব্য রাখেন সুকান্ত কোঙার, ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন স্বপন ব্যানার্জী। মালতিপুর মোড়ে বক্তব্য রাখেন বীরেন ঘোষ, মধুসূদন সিংহরায়, হালিম সেখ প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সুকুল শিকদার।

গুসকরায় মোড়বাঁধে একটি বিশাল জন সমাবেশে কৃষকসভার সম্পাদক অমল হালদার বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, এনআরসি নিয়ে মমতা-মোদী-অমিত শাহ গাঁটছড়া বেঁধেছে। ওদের ফাঁদে পা দেবেন না। এনআরসি রুখবে বামপন্থীরাই। লাল ঝান্ডা বুকে আঁকড়ে ধরুন, লাল ঝান্ডা জীবন দেবে, তবু এনআরসি হতে দেবে না।

দীর্ঘ দশ বছর পর এই সমাবেশকে ঘিরে গোটা এলাকায় বিশেষ উন্মাদনা ছিল। পল্লীশ্রী, ছোঁড়া, গোপালপুর, দেকুড়ি, হরিনাথপুর, ডাঙ্গাপাড়া প্রভৃতি এলাকার কলোনি থেকে আগত মানুষ এনআরসি বিষয়ে সঠিক কথা জানার জন্য সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন। এখানে সুরেন হেমব্রম, আলমগীর মণ্ডল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন কেদার দাম।

সিপিআই(এম) নিমদহ শাখার উদ্যোগে পূর্বস্থলী বেলেরহাট স্টেশনবাজারে নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপনের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা, বীরেশ্বর নন্দী, অনুপ ঘোষ, কার্তিক দাস প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন তাপস দে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো, ১৯৪৩ সালের ৬ নভেম্বর, শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপ। ২. ১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বর। ৩. ১৬৫৬ সালের ৮ নভেম্বর, ১৯১০ এবং ১৯৮২ সালে। ৪. ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি, স্বীকার করেন ১৯৪৮ সালে ৮ নভেম্বর। ১৫ নভেম্বর ১৯৪৯। ৫. ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর। ৬. ১৮৭৭ সালের ৯ নভেম্বর, কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ পরিবারে, মৃত্যু ২১.৪.১৯৩৮। ৭. ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর। ৮. ১৯৮৮ সালের ৯ নভেম্বর। ৯. ২০১৫ সালের ৯ নভেম্বর। ১০. ১৬৫৯ সালের ১০ নভেম্বর। ১১. ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর। ১২. অগস্ট স্পাইজ, অ্যালবার্ট প্রায়সনস্ এডলফ ফিশার এবং জর্জ এঙ্গেল্।

বিজ্ঞানমঞ্চের আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নুরকোনা হাইস্কুল, মানকর গার্লস, মানকর বয়েজ, গলসীর ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও যাটিনন্দী বিদ্যায়তনে গত তিনদিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের আলোচনাসভা বুদবুদ-গলসী বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে সংগঠিত করা হয়। সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা আলোচনার সূত্রপাত করেন। প্রধান আলোচক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের রামপ্রণয় গাঙ্গুলী। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক দেবদুলাল রায়।

প্রতিবাদে লোকশিল্পীরা

—প্রথম পাতার পর

তৈরি করছে বাংলার মানুষের মধ্যে। মানুষকে সংগঠিত করে এন.আর.সি-র বিরুদ্ধে আদিবাসী ও লোকশিল্পীরা যাতে ব্যাপক প্রচার আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে তার কথা জানানো হয় এই কনভেনশনে।

পূর্বস্থলী এক নম্বর ও দুই নম্বর ব্লকের ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৭০০ লোকশিল্পী রয়েছে। বর্ধমান জেলায় ৭০ হাজারের বেশি দক্ষ শিল্পী রয়েছে। অভিযোগ, ওই সকল শিল্পীদের বিরুদ্ধে চরম অবহেলা করা হয়েছে। তাদের উল্লেখযোগ্য দাবিগুলি হল— অসহায় শিল্পীদের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, পরিচয়পত্র এবং ট্রেনে ও বাসে তাদের ছাড়পত্র দিতে হবে। চারু ও কারু শিল্পীদের সরকারি স্বীকৃতি সহ ভাতা প্রদান করতে হবে। গ্রামে গ্রামে লোকশিল্পীদের চর্চা কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। সংগঠনের জোনাল সহ সভাপতি সুশান্ত পণ্ডিত জানান যে আগামী ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ নতুন গ্রামে স্বামী জানকি দাস কাঠিয়া বাবার আশ্রমে পূর্ব বর্ধমান জেলা ৫ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এর প্রস্তুতিতে ব্যাপক প্রচার ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন সনৎ ঘোষ, বিঝম হেমব্রম সহ অনেকে। ২৪টি দল অংশগ্রহণ করেছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন প্রায় হাজারখানেক শিল্পী।

প্রকাশিত হয়েছে প্রয়াত
দিলীপ দুবে-র গ্রন্থ
'এক নিরপরাধের আত্মকথন'
বর্ধমানের '৬০-'৭০-এর উত্তাল ঝোড়ো হাওয়ার পূর্ণাঙ্গ বিবরণে সমৃদ্ধ এই পুস্তকের মূল্য মাত্র ২৫০ টাকা।
পাওয়া যাচ্ছে :
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ-র সবকটি শাখায় ও নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তরে

এন.আর.সি-র বিরুদ্ধে সভা

—প্রথম পাতার পর

নিউজরুমে তৈরি হয়নি, লালঝাণ্ডা শতবছর ধরে হাজার হাজার শহিদের রক্তে ভেজা ইতিহাসের পথ ধরে আন্দোলনের মাধ্যমে তৈরি। পৃথিবীর সবদেশের মালিকের চরিত্র এক। মেহনতি মানুষের চরিত্রও এক। তাই পৃথিবীর সব দেশে মেহনতি মানুষের পতাকার রং লাল। তাই পুঁজিবাদের ভয়ংকর শত্রু বামপন্থীরা। আমাদের দেশেও পুঁজিপতিদের দালাল রাজনৈতিক দল মানুষের জীবন যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিতে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে চলেছে। কোনো রাজনৈতিক দল বলে না ফসলের দামের কথা, শ্রমিকের মজুরি নিরাপত্তার কথা, বেকারের কর্মসংস্থানের কথা, সকলের শিক্ষার কথা। বলে শুধু লালঝাণ্ডা। আচ্ছে দিনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারে আসা বিজেপি জনগণের উপর নামিয়ে এনেছে চরম দুর্দশা। কৃষকের ফসলের দাম নেই, কর্মসংস্থান এই সময়ে সবচেয়ে নিচে নেমে এসেছে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বছরে ২ কোটি চাকরি তো দূরের কথা ৯০ লক্ষ কর্মজীবী কাজ হারিয়েছে। একে একে অটোমোবাইল শিল্প পাততাড়ি গুটিয়ে নিচ্ছে। বস্ত্রশিল্পের অবস্থা শোচনীয়। আর সমস্ত কিছু হচ্ছে, কারণ চাহিদা নেই। মানুষের হাতে কেনার মতো আয় নেই। কেন্দ্রের সরকার পুঁজিপতিদের ১ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকা কর ছাড় দিয়েছে। আর মানুষের জীবনের যন্ত্রণার বিরুদ্ধে মেহনতি প্রান্তিক মানুষের ক্ষোভ যাতে সংগঠিত না হয় তার জন্য পুলওয়ামা, বালাকোট, তার জন্য কাশ্মীরে ৩৭০ নং ধারা বিলোপ, তার জন্য এন.আর.সি ইত্যাদির নামে, ধর্মের নামে, জাতের নামে প্রাদেশিকতার নামে বিভাজন ঘটাতে চাইছে। বামপন্থীরা ভোটের আগেও মানুষের জীবন-জীবিকার স্বার্থে লড়াই চালিয়ে গেছে, ভোটে হেরেও সেই মানুষের দাবি নিয়ে তারা রাস্তায় আছে। কলে মজুর, খেতে কৃষাণের সেই লড়াই-এ সকলকে শামিল হতে হবে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অশেষ কোনার, মদন রায়, ধনঞ্জয় সামন্ত প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন ওসমান গনি সরকার।

৩ নভেম্বর ডি.ওয়াই.এফ.আই কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এন.আর.সি-র বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভা হয়। জিউধারায় সভায় বক্তব্য রাখেন অরুণাভ চক্রবর্তী, সৌম্য চ্যাটার্জী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন কাজী মোজাফ্‌ফর হোসেন।

মৃত দুই আহত ৪৪

—প্রথম পাতার পর

(২৩)। বাড়ি নদিয়ার শান্তিপুরের সূত্রাগড়ে। বাসটি তিনবার পাল্টি খাওয়ায় বাসযাত্রীরা গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে ৩৬ জনকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ও ৮ জনকে মধুপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। কালনা হাসপাতালে চিকিৎসার পর ১০ জনকে এবং মধুপুর হাসপাতাল থেকে ৪ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকিদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি সেখ আমিনা বেগম (Sekh Amina Begam) স্বামী—সেখ নিজামউদ্দিন (Sk Nijam Uddin) গ্রাম+পোস্ট জামালপুর জেলা—পূর্ব বর্ধমান। নোটারি পাবলিক পূর্ব বর্ধমানের নিকট ৭ নভেম্বর '১৯ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম সেখ আমিনা বেগম (Sekh Amina Begam) কিন্তু আমার স্বামীর পাসপোর্টে ভুলবশত Amina Khatun Sk নথিভুক্ত হয়েছে। Sekh Amina Begam ও Amina Khatun Sk এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সেখ মনোওয়ারা বেগম (Sekh Manowara Begam) W/o Sekh Main Uddin গ্রাম+পোস্ট জামালপুর জেলা—পূর্ব বর্ধমান। নোটারি পাবলিক পূর্ব বর্ধমানের নিকট ৭ নভেম্বর '১৯ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম Sekh Manowara Begam যা আমার পুত্র Sekh Nasir Uddin ও Sekh Najim Uddin -এর পাসপোর্টে মানোয়ারা বেগম নথিভুক্ত হয়েছে। Sekh Manowara Begam ও Monowara Begam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সেখ মমতাজ বেগম (Sekh Mamtaj Begam) স্বামী সেখ নাসিরউদ্দিন গ্রাম+পোস্ট জামালপুর জেলা—পূর্ব বর্ধমান। নোটারি পাবলিক পূর্ব বর্ধমানের নিকট ৭ নভেম্বর '১৯ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম Sekh Mamtaj Begam যা আমার স্বামীর পাসপোর্টে Momtaj Begam নথিভুক্ত হয়েছে। Sekh Mamtaj Begam ও Momtaj Begam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি চৌধুরী আবুল কালাম পিতা চৌধুরী আব্দুস সালাম, বয়স ৬৪, ভারতীয় নাগরিক, ধর্ম ইসলাম, সাং গোদা, মালিপাড়া, (শিবতলা) জেলা বর্ধমান। আমার ভোটার কার্ডে WB/39/271/108750 এবং প্যান কার্ডে যাহার নং ADQPC-1789H আবুল কালাম চৌধুরী নথিভুক্ত হইয়াছে, আমার বিভিন্ন দলিলে, ইলেকট্রিক বিলে, ব্যাঙ্কের পেনশন পাশ বই-এ, আধার কার্ডে চৌধুরী আবুল কালাম আছে। গত ১৭.১০.২০১৯ তারিখে বর্ধমান কোর্টে (এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট) এফিডেবিট বলে আবুল কালাম চৌধুরী ও চৌধুরী আব্দুল কালাম একই ব্যক্তি এবং অভিন্ন হইতেছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের সমস্ত অফিস বা বিভিন্ন দপ্তরে উক্ত ঘোষণা প্রযোজ্য হইবে।"।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
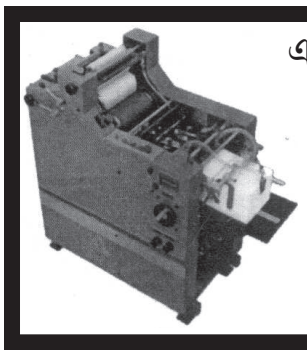
সাধনা প্রেস
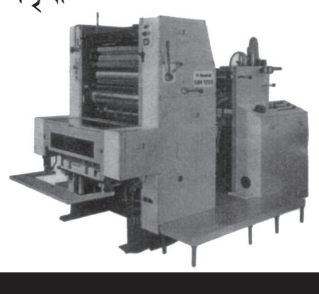
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা